যুগান্তর

তারিখ 17 APR 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কলংক থেকে মুক্ত করা জরুরি

মোঃ আবু সালেহ সেকেন্দার

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রায় নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার পর এবার এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবারই তদন্ত কমিটি গঠন করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিনের পরীক্ষা স্থগিত করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী হুংকার ছেড়ে বলেছেন, 'এবার মূল উদঘাটন করেই ছাড়ব। এ জন্য যা যা করার, তা-ই করা হবে।' তবে শিক্ষামন্ত্রী আদৌ অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারবেন কি-না, তা নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে।

ইতিপূর্বে সংঘটিত প্রায় প্রতিটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এ ধরনের হুংকার দেয়া হলেও তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলো কখনও আলোর মুখ দেখেনি। এমনকি দোষীদের বিরুদ্ধেও কোনো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কারা জড়িত তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। জনগুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত গোপনীয় এই দায়িত্ব নিশ্চয়ই সরকার বিএনপি-জামায়াত-হেফাজত সমর্থকদের ওপর অর্পণ করেনি; যাতে ওই চক্র প্রশ্নপত্র ফাঁস করে সরকারকে বিপদে ফেলতে পারে। প্রায় প্রতিটি দফতরের মতো প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ইত্যাদি কাজের সঙ্গে জড়িতরাও শতভাগ সরকার সমর্থক। পরীক্ষিত সরকার সমর্থক ছাড়া এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়া অসম্ভব। ফলে যে দেশে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিকাশের মতো দুর্ধর্ষ অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া হয় অথবা ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবরা রাষ্ট্রপতির প্রাণভিক্ষা লাভ করে, সে দেশে শিক্ষামন্ত্রীর ওই বক্তব্যের প্রতি শতভাগ আস্থা রাখা সত্যিই কঠিন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে স্রেফ অর্থের জন্য। সরকার সমর্থক কর্মকর্তা-কর্মচারী অথবা শিক্ষকরাই অবৈধভাবে বেশি টাকা আয় করতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে। এর সঙ্গে সরকারের প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ মদদ থাকার বিষয়টিও উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রতিবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতরা তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই পার পেয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার আগের দিন হুবহু প্রশ্নপত্র পাওয়া গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বরং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে দেখেও না দেখার ভান করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও ওই তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো এখনও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অপরাধীরা থেকে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। যদি ওই তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো (প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে বিভিন্ন প্রেসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গোপনীয় ছাপাখানা আধুনিকায়ন করা, চিহ্নিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও সন্দেহের তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি) বাস্তবায়িত হতো, তাহলে আজ হয়তো নতুন করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটত না। সরকারকেও পরীক্ষা স্থগিত করার মতো বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতার কারণে নতুন করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে এমন অভিযোগ অমূলক নয়।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা মেধাবী শিক্ষার্থীর মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফলের আশায় খেয়ে না খেয়ে সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে সারা বছর পড়ালেখা না করা কোনো শিক্ষার্থীও ওই মেধাবী শিক্ষার্থীর সমমানের জিপিএ অর্জন করতে পারে। এতে ওই মেধাবী শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কঠোর পরিশ্রম না করে প্রশ্নপত্র প্রাপ্তির মাধ্যমে সর্বোচ্চ জিপিএ অর্জন করতে চাইবে, যা সরকারের উৎপাদনমুখী ও সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্যোগকে কলংকিত করবে।

প্রখ্যাত মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক নিজাম-উল-মুলক তুসী তার 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি (সরকারের) নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে অথবা ওই আদেশ অবজ্ঞা করে, তাহলে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, এমনকি সে যদি রাজার খুব পরিচিত একজনও হয়। বাংলাদেশে সরকার সমর্থক বা শাসকের ঘনিষ্ঠজনের রাষ্ট্রীয় নির্দেশ উপেক্ষা করা সত্ত্বেও শাস্তি পাওয়ার ঘটনা বিরল। এমনকি অপরাধে জড়িত হওয়ার পরও সরকার সমর্থকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার পেয়ে যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

শুধু পাবলিক পরীক্ষা নয়, বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে অহরহ। প্রশ্নপত্র ফাঁস ফৌজদারি অপরাধ হলেও ওই সব ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি প্রদানের নজির নেই। ২০১০ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার ভিন্নস্রোত বিনোদন কেন্দ্র থেকে ১৬৭ জনকে গ্রেফতার করে। এরকম অনেক জালিয়াতকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, এ কথা সত্য। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা ছাড়া পেয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার্থীকে উত্তর সরবরাহকারীদের হাতেনাতে ধরা হলেও ছাত্রলীগ কর্মী বিবেচনায় ছেড়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলেই আজ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা মহামারী আকার ধারণ করেছে। তাই সরকারের উচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তুর্কীর উপদেশ গ্রহণ করে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি প্রদান করা। একটি ঘটনায়ও যদি অপরাধীদের কঠোর শাস্তি হয়, দলীয় বিবেচনা অপরাধীদের শাস্তি পাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি এমনটি প্রমাণিত হয়, তবে এ ধরনের ঘটনা অনেকাংশে বন্ধ হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর শুধু তদন্ত কমিটি গঠন করে এ অপরাধ বন্ধ করা যাবে না। প্রশ্নপত্র ফাঁসের আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার আন্তরিক হলে তা অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে ওই ধরনের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির সুপারিশগুলোও আমলে নেয়া যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশসহ প্রতিটি তদন্ত কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন এবং ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

যদি দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়, প্রতিটি ঘটনায় অপরাধীদের শাস্তি হয়, তাহলেই কেবল প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বন্ধ হতে পারে।

মোঃ আবু সালেহ সেকেন্দার : *শিক্ষক ও ইতিহাস গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*
salah.sakender@gmail.com